REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৫ই আষাঢ় বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 29th June 1921. | ৭ম সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ২০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ০৲ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পত্রেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মূল্য বৃদ্ধি! মূল্য বৃদ্ধি!!

আগামী ১লা এপ্রিল ১৯২১ হইতে হিলিংবামের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে। নিম্নে বিশেষ বিবরণ দেখুন।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা-যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এস, আর, সি, পি, এস, আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গত ইউরোপীয় যুদ্ধের বৎসর ১৯১৪ হইতে সকল জিনিষের দাম ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। তদুপরি সম্প্রতি আবার সরকার বাহাদুরের আজ্ঞায় আমদানী শুল্কের হার অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে হিলিংবামের মূল্য অল্প পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। অতঃপর হিলিংবামের মূল্য হইবে বড় ৩৲; মাঝারি ২৷৷০ ও ছোট ১৲০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৫ই আষাঢ় বুধবার ১৩২৮ সাল।

বর্ষা।

—•—

গত কয়েক দিবস হইতে আষাঢ় মাস বলিয়া বোধ হইতেছে। আকাশে মেঘের দর্শন মিলিয়াছে, বৃষ্টিও স্বল্প বিস্তর হইয়াছে। এই বৃষ্টিতে ভাদুই ধান্যের বেশ উপকার হইবে। হৈমন্তিক ধান্যের বীজ প্রস্তুত হইয়াছে। এক দিন একটু চাপিয়া বৃষ্টি হইলেই ধান্য রোপন আরম্ভ হয়। ধান্য রোপনের এই উপযুক্ত সময় এর পর যত বিলম্ব হইবে ততই অসময় হইয়া পড়িবে। এবার আম জন্মে নাই। "আমে ধান তেঁতুলে বান" এই প্রবাদ মনে করিলে ভাবী ধান্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। দেখা যাক ভগবানের কি ইচ্ছা।

হেড মাষ্টার মহাশয়ের পদত্যাগ।

—•—

জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় তাঁহার বর্ত্তমান পদ ত্যাগ করিয়া ডুমুরাঁও রাজস্কুলে হেডমাষ্টার হইয়া যাইতেছেন। গোপাল বাবু এই অত্যল্প কালের মধ্যে তাঁহার স্কুল পরিচালনায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিত। গত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে পরীক্ষোপযোগী করিবার জন্য টেষ্ট পরীক্ষার পরও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। সাধারণ লোকে এমন কি শিক্ষকগণও যাহাদের পাশের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন সে সমস্ত ছাত্রও পাশ হইয়াছে। গত গ্রীষ্মবকাশের পূর্ব্বে তিনি স্থানীয় সাধারণ ভদ্রলোকদিগকে বালকগণের শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ জন্য এক সভার আহ্বান করিয়া তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। গোপাল বাবু খুব সরল প্রকৃতি বিনয়ী লোক। তিনি যে পদে বাহাল হইয়া চলিলেন তাহাতে ভাবী উন্নতি ও পেন্‌সনের আশা আছে। যেমন মতি তেমনি গতি। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।

অভিনন্দন।

—:০:—

কাশিমবাজারের মাননীয় স্যার মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, মহোদয়ের জন্মতিথি দশহরা গঙ্গা পূজার দিন। এই দিন তাঁহার সদর ও মফঃস্বলের কর্ম্মচারীগণ মহারাজা বাহাদুরকে এক অভিনন্দন ও ভক্তি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। কর্ম্মচারীবর্গের এই প্রকার কার্য্যে প্রভুভক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, কাশিমবাজারের রাজকর্ম্মচারীগণ প্রকৃতই ভক্তি করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত প্রভু লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীশ্রীভগবানের নিকট মহারাজার দীর্ঘজীবন ও সুখ সচ্ছন্দতা প্রার্থনা করিতেছি।

মা গঙ্গার কলেবর বৃদ্ধি।

—•—

ক্ষীণাঙ্গী, স্বল্পতোয়া, স্রোতোবিহীনা ভাগীরথীর দশা পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। লাল জল আসিয়াছে। জলপাত্রে কিয়ৎক্ষণ জল রাখিয়া পান করিলে দেখা যায় পাত্রের নীচে পলা পড়িয়াছে। এতদিন দুর্গন্ধ দূষিত বারি পানে গঙ্গাতীরবাসীর স্বাস্থ্য হানি হইয়াছে। এই ঘোলা কর্দ্দমপূর্ণ জল পানে যাহা হইবার তাহাই হইবে। মা গঙ্গার দশা হীন হওয়ায় আমাদেরও দুর্দ্দশার সীমা নাই। বার মাস নৌকা চলে না বলিয়া জঙ্গিপুরের প্রাচীন বাণিজ্য লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বে বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হইত বলিয়া রোগ ব্যাধির বীজ ধৌত হইয়া যাইত। এক্ষণে ডাঃ বেণ্টলী সাহেবের প্রবর্ত্তিত ম্যালেরিয়া নিবারক ড্রেণে বন্যার জল কোন বৎসর প্রবেশ করে আবার কোন বৎসর গঙ্গার জল এত নীচে থাকে যে প্রবেশের সুযোগ পায় না। মোট কথা গঙ্গার দশা না ফিরিলে আমাদের দশা ফিরিবে না।

খুলনায় মহাশোচনীয় অবস্থা।

—০—

পত্রান্তরে প্রকাশ—৩।৪ লক্ষ ব্যক্তির পেটে নাই ভাত, কণ্ঠে নাই জল, গায়ে নাই কাপড়। উপরাউপরী দুই বৎসর অজন্মা গেছে। পল্লীর হতভাগ্য কৃষককুল এক মুঠা ভাতের অভাবে ভগবানকে ডেকে ডেকে মরে গেছে। অনেকে স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কাঁথা মশারি যা ছিল, বস্ত্ররূপে ব্যবহার করে তা শেষ হয়ে গেছে, রমণীরা কলার পাতা দিয়া লজ্জা নিবারণ কচ্ছে সেই বা কত দিন পারবে।

পাদুকাদি পাচন।

—•—

জনৈক দেশীয় সবজজ কিউল ষ্টেষণে একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিতে গেলে ঐ কামরাস্থ একটা গোরা সার্জ্জেণ্ট তাঁহাকে বাধা দেয় এবং তাড়াইয়া দেয়। সবজজ গোরা সার্জ্জেণ্টের সঙ্গে বচসা করিতেছিলেন, এমন সময় মিঃ হাসান ইমাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি ঐ গাড়ীতে কোথায় যাইতেছিলেন। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তিনি সেখানে দাঁড়ান এবং সার্জ্জেণ্টকে ভদ্রলোকটীকে গাড়ীতে উঠিতে দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সার্জ্জেণ্ট তাঁহার কথা না শুনায় তিনি ষ্টেষণের কর্ত্তৃপক্ষকে খবর দেন। ষ্টেষণের কর্ত্তৃপক্ষ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মিঃ হাসান ইমাম সবজজকে কামরার ভিতর বসিতে বলেন এবং বলেন আমি পাশের কামরাতেই আছি আপনার কোন ভয় নাই। তখন সার্জ্জেণ্ট তাহাকে গালাগালি দিতে থাকে। মিঃ হাসান ইমাম তাহাতে উত্তেজিত হইয়া জামার আস্তিন গুটাইতে থাকেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার এক চাকর ছুটিয়া গিয়া গোরা সার্জ্জেণ্টের পিঠে কয়েক ঘা নাগরা বসাইয়া তাহার মেজাজ ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। পরে জামালপুরে ট্রেন আসিলে গোরা প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ঠিক রোগের মত দাওয়াই পড়িয়াছিল কিনা।

মুর্শিদাবাদের আম কাঁঠাল।

—:০:—

মুর্শিদাবাদ আমের জন্য বিখ্যাত। এবারে কাঁচা আম এক পয়সা হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল। পাকা আম যাহা অন্যান্য বৎসর কেহ মুখে করে না তাই এবার দুই পয়সা করিয়া কিনিতে হইয়াছে। একটু ভাল জাতের আমের দর ৬৷৷০ টাকা শতকরা। এবার কাঙ্গাল গরীব এমন কি মধ্যবিত্ত গৃহস্থেও আম খাইতে পারে নাই। আঁটীর আম শেষ হইল। এইবার কলমের আমের পালা পড়িয়াছে। দর ২৫৲ ৩০৲ শতকরা। এ দরের আম দেখিতেই ভাল খাইতে পারে কয়জন? আম নাই বলিয়া কাঁঠালের আদর বাড়িয়াছে। অন্যান্য বৎসর যেটী /১০ পয়সায় পাওয়া যাইত এবার সেটির দাম ।৵০ আনা। মুর্শিদাবাদে বাস করিয়া যদি আম কাঁঠাল খাইতে না পাওয়া যায় তার চেয়ে আপশোষ কি হইতে পারে?

চিত্তরঞ্জন দাশের তার বন্ধ।

—•—

গত ১১ই তারিখে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ চাঁদপুর ধর্ম্মঘটের অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশ জন্য একটী তার চাঁদপুর টেলিগ্রাম আফিসে প্রেরণ করেন। সে তার টেলিগ্রাফ আপিসে আটকাইয়া রাখা হয়। ১২ই তারিখে শ্রীহরদয়াল নাগ চাঁদপুরের পোষ্টমাষ্টারকে পত্র দ্বারা জানান—কাল যে বড় টেলিগ্রাম পাঠান হইয়াছে, তাহা আটকাইয়া রাখা হইয়াছে কি না জানিতে চাহি। যদি আটকান হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই লোক মারফত তাহা ফেরত দিবেন। উত্তর আসে—"সংবাদ পত্রের ঐ তার সেন্সরের অনুমত হয় নাই, এবং তাহা ফেরত পাঠান যাইবে না।" তাহা জানিয়া শ্রীযুক্ত দাশ কলিকাতার নানা স্থানে তার করেন—"আমার প্রেরিত সংবাদ পত্রের জন্য তার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে।" এই টেলিগ্রামও বন্ধ করা হইয়াছে।

প্রাপ্ত।

মাননীয় শ্রীযুক্ত "জঙ্গীপুর সংবাদ" সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

নেহালিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের বেঙ্গল কাউনসিলের মেম্বার নির্ব্বাচন নাকচ করার জন্য সৈদাবাদের বাবু অন্নদাপ্রসাদ সান্যাল মোকদ্দমা করিয়াছিলেন এবং উক্ত মোকদ্দমা সুরেন্দ্র বাবুর অনুকূলে নিষ্পত্তি হইয়াছে এ কথা সকলেই বিদিত হইয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমার কমিশনারগণের রিপোর্ট যাহা ১১ই মে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকরূপে মুর্শিদাবাদ হিতৈষী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত রিপোর্ট পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে কতকগুলি স্বাক্ষী আদালতের বিশ্বাস যোগ্য হয় নাই। তন্মধ্যে কয়েকজন জঙ্গীপুর এলাকার। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে যাহাদের জবানবন্দী আদালত বিশ্বাস করেন নাই সেইরূপ ব্যক্তিগণ আর কি সরকারী কোন কার্য্যের ভার পাইতে পারেন? বা কোন অবৈতনিক পদ পাইতে পারেন? এ সম্বন্ধে রাজপ্রতিনিধিগণের বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক।

নলহাটী আজিমগঞ্জ লাইনে রেলগাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাতে সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে যদি জঙ্গীপুর ধুলিয়ান লাইনে আর একটী ট্রেণ বৃদ্ধি হয় ও জঙ্গীপুর রোড ষ্টেশনে রেল কর্ত্তৃপক্ষ প্লাটফরম প্রস্তুত করেন তবে সাধারণের বিশেষ অসুবিধা দূর হয়, এ সম্বন্ধে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। নিবেদন ইতি—

শ্রী—আজিমগঞ্জ।

লোক গণনা ১৯২১ সাল।

—০—

পত্রান্তরের মর্ম্মাবলম্বনে প্রকাশ করিতেছি যে, গত মার্চ্চ মাসে যে আদম সুমারী হইয়াছে, তাহাতে ভারতে প্রতি হাজারে ১২ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব সেন্সেসে ১০ বৎসরে প্রতি হাজারে ৬৫ জন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার তুলনায় গত ১০ বৎসরে হাজার করা ৫৩ জন কমপড়িয়াছে। ইংলণ্ডে গত ১৯১১ সালে যে আদম সুমারী হইয়াছিল, তাহাতে প্রতি হাজারে ১০৯ জন বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ডে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সেন্সেসে বৃদ্ধির হার ইহা অপেক্ষা অধিক ছিল। ভারতে উপস্থিত হাজার করা ১২ জনমাত্র বৃদ্ধি; ইহা আদৌ সন্তোষজনক নহে।

বাঙ্গালায় ১৮টী জেলায় লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই বৃদ্ধি পূর্ব্ব অঞ্চলেই দেখা যায়। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে লোকক্ষয় ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদে প্রতি হাজারে ৯৩ জন লোক হ্রাস হইয়াছে। বাঙ্গালার মধ্যে কোন জেলায় এত অধিক সংখ্যক লোকক্ষয় কুত্রাপি ঘটে নাই। আমাদের এই মুর্শিদাবাদে গত সেন্সেস অপেক্ষা মোটের উপর ১২৮০৬৭ জন লোক কম হইয়াছে। এত অধিক লোকক্ষয় মুর্শিদাবাদের পক্ষে নিতান্ত অশুভ সূচনা করে, এই জন্যই বোধ হয় বাগড়ি অঞ্চলে অনেক গ্রাম শ্রীহীন ও লোকশূন্য হইয়া সর্প শার্দ্দুল সঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হইতেছে। ইহার নমুনা স্বরূপ মুর্শিদাবাদের কতিপয় গ্রামের নাম উল্লেখ করিতেছি। তাহার দিকে দৃষ্টি করিলেই ইহার পরিচয়ে ব্যথিত ও বিস্মিত হইতে হইবে। জামরা, হোসেনপুর, রায়পুর, অভিরামপুর, হরিহরপাড়া, দৌলতাবাদ ও কুলবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি একদিন লোকপূর্ণ ছিল। এখন তাহার এরূপ দশা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে যে, তাহা দেখিলে কেহই সন্তপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। যাহা হউক এরূপ লোকক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকার বাঞ্ছনীয়।

ডাক্তার কিশোরীমোহন সিংহ এম্, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারী হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি রক্ত, কফ ও প্রস্রাব আদি পরীক্ষা

করিয়া রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন্ ও এণ্টিটক্সিন আদি ইন্‌জেক্সন্ ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান:—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—

বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বৈকালে—৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত—

৮২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷৷০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নাদিকর রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৵০

ক্ষুধাবর্ত্তী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবর্তী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবর্ত্তী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৷৵

সি, কে, সেন এণ্ড কোঃ লিমিটেড

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১ ;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

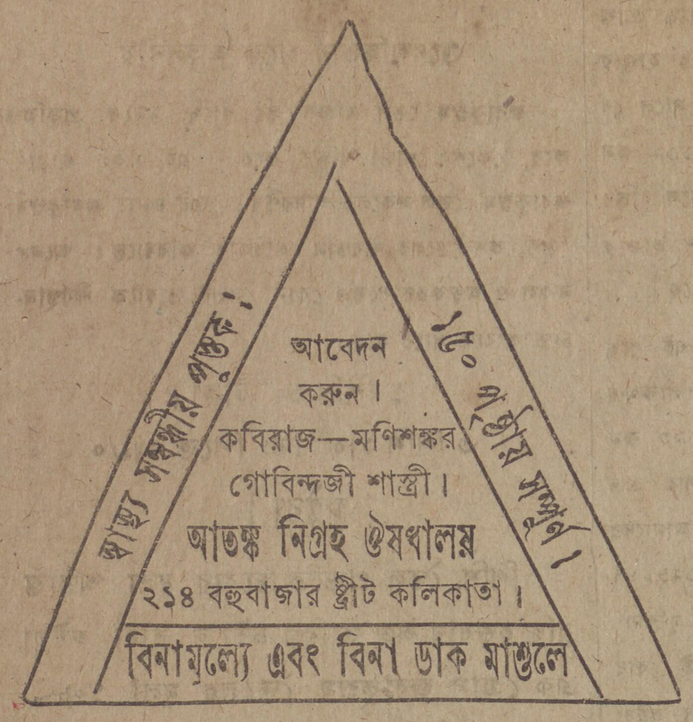

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ!

আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সাল্টউষণ

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক’নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। “সুরমার” সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই “সুরমার” প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৵০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৵০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ